

ভিয়েতনামের কবিতা

সম্পাদনা

কমলেশ সেন / অসিত সরকার

পরিবেশক

কথা ও কাহিনী

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২

Anthology of Vietnamese Poetry
প্রথম প্রকাশ। সেপ্টেম্বর ১৯৭২ ॥ প্রকাশক। কমলেশ সেন। কবিতা-শান্তি পরিষদ। ৮ রসারোড সাউথ সেকেণ্ড লেন, কলকাতা ৩৩ ॥ মুদ্রক। কনটেমপোরারী প্রিন্টার্স, ১৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ॥ প্রচ্ছদ। বঙ্কিম বন্দোপাধ্যায় ॥ প্রাপ্তিস্থান। সিগনেট। মনীষা। নিউ বুক সেণ্টার ॥

তিন টাকা

হো চি মিন

পিন আঙ কারাগারে শিশু

বাবা আমার পালিয়ে গেলেন, পালিয়ে
গেলেন সৈন্য হবার ভয়ে, ও কামিজ
তিনি কেমনে নিবেন ঘাড়ে, কেমনে ?

আমাকে তাই, আমাকে তাই ওরা
নিয়ে এলো, নিয়ে এলো এই
কংসরাজের ঘরে, দৈত্যপুরে, যখন
আমি ছ'মাসের, বয়স আমার ছয়

সঙ্গে ছিলেন মা, আমার মা।

অনুবাদ। কমলেশ সেন

হো চি মিন

দাবা খেলা শিখি

সময় কাটাতে
আমরা দাবা খেলা শিখি।
হাজারে হাজারে অশ্ব আর পদাতিক
পরস্পরকে আক্রমণ করে
কখনো আক্রমণে দ্রুত পদক্ষেপ
কখনো প্রতিরোধে পেছনে
ত্রস্ত ছোটে ;
প্রজ্ঞা আর ক্ষিপ্রতা
আমাদের এনে দেয় বিজয়ীর সম্মান।

সুদূর প্রসারী দৃষ্টি চাই,
চাই গভীর প্রজ্ঞা আর মেধা,
আক্রমণে বুকভরা সাহস চাই,
ভুল নেতৃত্বের মানে দুটি গজকেই
অকেজো করে ফেলা ;
ঠিক সময় বুঝে চাল দাও,
দেখবে, এক বোড়েই কিস্তিমাত।

শক্তির বোঝাপড়ায় দু পক্ষই সমান,
কিন্তু বিজয়ী হবে এক পক্ষ।
আক্রমণ করো,
প্রতিরোধে পিছু হটো নির্ভুল কৌশলে,
তবেই তুমি পাবে মহান নেতার
সম্মান।

অনুবাদ। কমলেশ সেন

হো চি মিন

বড় কঠিন জীবনের পথ

কতো আকাশ-ছোঁয়া পর্বত আর উন্নত শিখর
আমি পার হয়ে গিয়েছি,
কখনো ভাবিনি সমতলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে
আরো গভীর বিপদ,
পাহাড়ের ওপর মোলাকাৎ হয়েছিল
হিংস্র বাঘের সঙ্গে
কিন্তু কোথাও আমার এতোটুকু আঁচড় লাগেনি,
সমতলে হয়েছিলাম মানুষের মুখোমুখি,
তারা আমাকে বন্দী করে জেলে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি ছিলাম ভিয়েতনামের একজন প্রতিনিধি,
চীনে যাচ্ছি এক বিরাট মানুষের সাথে
সাক্ষাৎ করতে,
হঠাৎ শান্ত নিবিড় পথে নেমে এলো
কাল বৈশাখী ঝড়,
সম্মানিত অতিথির মতো আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো
জেলখানায়।

আমি একজন সাদাসিধে ভালো মানুষ
মনে আমার এতোটুকু পাপ নেই
কিন্তু ওরা বললো;
আমি নাকি চীনের গুপ্তচর,
হে জীবন, দেখ কতো কঠিন তোমার পথ,
আমাকে ঘিরে এখন রোমাঞ্চিত বিপদ।

অনুবাদ। কমলেশ সেন

হো চি মিন

একটি চিঠি

চার চারটি বছর পেরিয়ে গেছে,
তুমি এখনো দূর দেশে,
তোমার মুখ আমার বুকের কাছে
কতো প্রিয় !
আমার ঝাকড়া চুল একদিন বিশ্বাসে
আর ভালোবাসায় কেটেছিলাম,
আজ আবার তা ঘাড় বেয়ে বেয়ে
নেমে চলেছে

তোমার স্মৃতির জলকণা এখনো টলমল করছে
চোখের কোণে

তুমি তোমার দেশ আর
তোমার ঘরকে বাঁচাও

আমি এখন আমার কাঁধে
তুলে নিয়েছি আমাদের বাড়ির কাজ,
শত্রুরা যখন পিছু হটবে
তখন আমরা আমাদের ঘরে
পরস্পরকে দেখবো।

অনুবাদ। কমলেশ সেন

দক্ষিণ দেশ

বিশ্বাসের নিবিড় অন্তরঙ্গতায় যদি আমায় প্রশ্ন করো
সাথী আমার, মানুষ যে অগণন কথা বলে
তার কোন কথাটি তোমার হৃদয়ে সবচেয়ে কাঁটার মতো বেঁধে ?
আমার বুকের অতল থেকে তখনি উত্তর আসে ঃ
দক্ষিণ, আমার আক্রান্ত দক্ষিণ দেশ !

ভালোবাসার নিবিড় উষ্ণতায় যদি আমায় প্রশ্ন করো
প্রিয়তমা আমার, পরিচিত হাজারো নামের
কোন নামটি উদ্দীপ্ত করে তোমার বিশ্বাস, তোমার ভালোবাসা ?
আমার বুকের অতল থেকে তখনি উত্তর আসে ঃ
দক্ষিণ, আমার আক্রান্ত দক্ষিণ দেশ !

তুমি আমাকে শুধাও, ছোট্ট সোনা আমার
কোন দেশটি সবচেয়ে সুন্দর—যেখানে সবুজ নারকেল কুঞ্জ
স্বচ্ছ নদীর বুকে ছায়া ফেলে,
যেখানে সবুজ ধানের হিল্লোল এসে মেশে সুদূর দিগন্তের নীলে ঃ
সে হলো দক্ষিণ দেশ, আমার আক্রান্ত দক্ষিণ !
সন্ধ্যায় একটি পাখি যখন ফিরে আসে তার নীড়ে
মধ্যরাতে বাতাসে যখন কেঁপে ওঠে একটি স্খলিত ঝঙ্কার
অথবা নদীর বুক থেকে যখন উঠে আসে ভাটিয়ালী মল্লার গান
তখন মন আমার এমন নেচে ওঠে কেন, দক্ষিণ দেশ ?

কেন আমার আনন্দের দিনগুলো এমন শঙ্কাতুর ?
কন এখনো অপূর্ণ একটি অঙ্গিকারে আমি এমন ক্ষত বিক্ষত,
কেন কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে আসে
যখনি তুলি মুখের গ্রাস ? যেহেতু তুমি, আমার দক্ষিণ দেশ,
রক্তাক্ত বেদনাহত বুকে এখনো সংগ্রাম করছো একাই।

দেখো, অন্তরঙ্গ সাথী আমার, শিশুদের ছোট ছোট বিস্ফারিত চোখগুলো
অশ্রুসজল ওদের কুচকুচে কালো চোখের মণিগুলো কেমন
কাঁটাতারের বেড়ার ওপার থেকে
আগুনের শিখাগুলোকে লক্ষ্য করছে !
বিগত তিন হাজার রাত্রির প্রতিটি রাত্রে
তোমাদের মধ্যে কতোজন যে ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে, কে জানে ?
বিগত দশক ধরে ছিন্ন ভিন্ন আমার দেশ, দক্ষিণের রক্তে
ভরে উঠলো কত যে নদী, কে জানে ?
দেখো দেখো, যৌবনোচ্ছল অনন্যা তরুণীদের,
আশায় প্রেমে ফুটন্ত গোলাপের মতো নিটোল মুখ যাদের দীপ্ত
উদ্ভাসিত।
বসন্তের কোনো এক সুন্দর নিশান্তিকায়
বোমারুর অগ্নিবর্ষণে ঘুম ভেঙে যারা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে !
কান পেতে শোন, আমাদের আক্রান্ত দক্ষিণের আকাশ
কাঁপিয়ে ভেসে আসা নরঘাতী উড়ন্ত ঈগলের ক্রুদ্ধ পাখার গর্জন,
সেই সব মানুষ-শিকারী কুকুরের হিংস্র চিৎকার
যারা টেনে ছিঁড়ে খায় বুকের কলজে, মুখ ডুবিয়ে পান করে
মানুষের রক্ত !

শোন, বন্ধু আমার, যারা বেঁচে আছে
উত্তাল তরঙ্গমালার মতো আছড়ে পড়া তাদের গুরু গুরু কণ্ঠস্বর,
যারা মরে গেছে
নারকেল কুঞ্জে বাতাসের মতো তাদের মর্মরিত দীর্ঘশ্বাস !
ওরা সবাই চায় কেবল স্বাধীনতা !
তাই এমন কি বুদ্ধের সাম্রাজ্যেও জ্বলে উঠেছে ক্রোধ,
শ্রমণেরাও জেগে উঠে আগুনে প্রজ্বলিত করেছে নিজেদের দেহ,
নিজেদেরকে মশালের মতো জ্বালিয়ে ওরাও চেয়েছে জীবন, স্বাধীনতা !

পাহাড় আর নদীমালায় ঘেরা
বিংশ শতাব্দীর প্রস্ফুটিত মুকুল, বীর প্রসবিনী আমার গর্বিত মাতৃভূমি,
শেষ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তুমি নির্ভিক মাথা তুলে দাঁড়াও,
আমার আক্রান্ত দক্ষিণ দেশের অগণিত মানুষ !

দেখ, গোলা বারুদের স্তূপে এখনো প্রজ্বল আমার আক্রান্ত স্বদেশ !

অনুবাদ। অসিত সরকার

তো হু

কোরিয়ার ছোট্ট শিশু

কোরিয়ার ছোট্ট শিশু, কোথায় খুঁজবো তোমার মাকে ?
কাকেই বা জিগেস করবো ?
এখানে কেবল যুদ্ধ আর আগুন
বোমায় বিধ্বস্ত তোমার গ্রামের পথে
নিঃস্তব্ধ তুষারে ছড়ানো কাদের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ ?
ছোট্ট শিশু, ওই কি তোমার মামণি,
ঘাতকের দড়ির প্রান্তে ঝুলছে যে বিবর্ণ মৃতদেহ ?
ছোট্ট শিশু, ওই কি তোমার বাবামণি নয়,
এলোমেলো রুক্ষ যার চুল, মাথা থেকে বয়ে যাচ্ছে রক্তের নদী ?

না ছোট্ট সোনা আমার, না, কোনোদিন তা হতে পারে না।
কোথায় বলতো তোমার মা ! তোমার মামণির কাঁধে এখন সঙ্গিন,
তোমার মামণি সেবা করছেন আহতদের।
তোমার বাবামণি এখন যুদ্ধে, ধূসর মুখ, তাড়া করে ফিরছেন শত্রুদের !
দেখো তোমার মামণি আবার গড়ে তুলবেন ছোট্ট একটা নীড়,
যেখানে তুমি বড় হয়ে উঠবে,
হলুদ ঘাস ফুলে ছাওয়া মাঠ, ফসলের ক্ষেতে
কোরিয়ার জয়ের আনন্দে উচ্ছল তুমি নাচবে গান গাইবে।

ছোট্ট শিশু আমার
রাইফেলের শব্দে শোন সেই সুরেরই মূর্চ্ছনা,
আগামীকাল যা রক্ত-নিশান্তিকা হয়ে ফুটবে তোমারই জন্মভূমিতে।

অনুবাদ। অসিত সরকার

আমার কথাগুলো মনে রেখো

এমন কতকগুলি মুহূর্ত গড়ে তোলে ইতিহাস
মৃত্যু যখন অবিলোপী, শব্দ গানের চেয়ে সুন্দর, আর মানুষের জন্ম
মনে হবে যেন প্রত্যয়ের গহন গভীরে।

নগুয়েন ভান ত্রয়
তুমি মৃত্যুলীন
না, চিরদিন চিরটাদিন তুমি বেঁচে থাকবে
জীবন কিংবা মৃত্যু : উভয়ই আশ্চর্য বীরোচিত।

মৃত্যু বন্ধ করে দিয়েছে তোমার ঠোঁট, অথচ তুমি ককিয়ে উঠলে :
'মনে রেখো আমার কথাগুলো !' এখনো প্রতিধ্বনিত।
আর তোমার চোখের আলোক পার্টি পত্রিকার পাতায় পাতায় উজ্জ্বল।

হাজার বছর পরেও মানুষ স্মরণ করবে
চি হোয়া'র প্রাঙ্গণে শরতের সেই নিশান্তিকা
দু'জন কারারক্ষীর মাঝে তুমি হেঁটে চলেছো, পেছনে ধর্মযাজক।
পা দুটো যন্ত্রণায় ভারি, অথচ উদ্ধত তোমার ললাট
পবিত্রতার রঙ, শুভ্র তোমার পোশাক আর শীর্ণ দেহটা
মৃত্যুর চেয়েও বলিষ্ঠ !

ভাড়াটে জল্লাদ আর বেতনভুক অপপ্রচারকারী—অন্ধকার দুটি সারি।
রাইফেলের উদ্ধত বেয়নেটের মাঝে তুমি নিঃশব্দে হেঁটে চলেছো,
তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি, যেন তুমিই একমাত্র বিচারক।

তোমার পায়ের নিচে স্বচ্ছ ঘাস, পাতার সবুজে প্রাণের উচ্ছ্বাস
সারাটা দেশের দাবী স্বাধীনতা, তোমার
এ দেহের কামনা জীবন, তোমার। তুমি চিৎকার করে উঠলে :
'কি অন্যায় করেছি আমি ?' ওরা তোমাকে বাঁধলো
বিশাল একটা গাছে।
চোখের ওপরে কালো পর্দা, উদ্ধত দশটি রাইফেল।
তুমি চিৎকার করে বললে : 'ইয়াংকিরাই জঘন্য অপরাধী।'

তুমি ছিঁড়ে ফেললে কালো পর্দা, জ্বলন্ত চোখের আগুনে দগ্ধ করলে
পৈশাচিক শয়তানদের, এখন মুখোমুখি,
এইভাবেই তুমি মোকাবিলা করলে মৃত্যুর সাথে
তোমার সারাটা সত্তা যেন অনির্বাপিত-এক-অগ্নিশিখা।

প্রকম্পিত ভয়ে ওরা আরো শক্ত করে বাঁধলো,
ঘৃণায় শুকিয়ে উঠলো তোমার ঠোঁট :
রাইফেল কি করতে পারে কমিউনিস্ট হৃদয়ের জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডকে !
'স্মরণ রেখো আমার কথাগুলো !' প্রতিধ্বনিত হলো তোমার কণ্ঠস্বর :
'ধ্বংস হোক আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ! চুলোয় যাক নগুয়েন খান !
দীর্ঘজীবী হোন হো চি মিন ! দীর্ঘজীবী হোন মাও সে-তুঙ !'

এক ঝাঁক গুলির শব্দ। দশটি মার্কিন বুলেট। তুমি ঢলে পড়লে।
অথচ তখনো প্রতিধ্বনিত হলো তোমার কণ্ঠস্বর :
'ভিয়েতনাম জিন্দাবাদ !' তোমার রক্তে ভিজে উঠলো নিচের মাটি।
তুমি মারা গেলে। একটি বিলাপও করোনি,
নিদ্রালস পবিত্র একটি দেবদূতের মতো তুমি মারা গেলে,
কোনো প্রয়োজনই ছিল না ধর্মযাজকের উজ্জ্বল ধাতু সেই ক্রশের !

ত্রয় ভাই আমার, তুমি মৃত। রক্তের বদলে রক্ত—
তুমি জানতে সেই নির্মম জেহাদ !

আজ তুমি মৃত, দেখতে পেলে না উত্তরের জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে ফেরা
আগুনের ডাক,
অথচ শেষ নিঃশ্বাসে প্রজ্বলিত সেই উল্কা,
তোমার হৃদয়ের সাথে তুলনা হয় না কোনো আগুনেরই।
'স্মরণ রেখো আমার কথাগুলো !'
নগুয়েন ভান ত্রয়, ভাই আমার, তোমার কথাগুলো আমরা
স্মরণ রাখবো : প্রত্যেকেরই বাঁচা এবং সগৌরবে মরা উচিত,
শত্রুর সামনে ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া নয়
জন্মভূমির জন্যে সবকিছু কেবল উৎসর্গ করা,
একজন শ্রমিক হিসেবে যা তুমি করেছিলে, তুমিই।

অনুবাদ। অসিত সরকার

স্বপ্ন

হঠাৎ স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেখি
তুমি চলে গেছ অনেক অনেক দূরে,
দেওয়ালে আলোর একটি রেখা
আমাকে বলে দিল রাত্রি চলে গেছে।

সারাটা দিন আমাকে ভরিয়ে রাখে নানান কাজে
অথচ রাত্রি তোমার জন্যে,
আমি আমার দিনগুলো কাটাই উত্তরে
আর আমার রাতগুলো কাটে দক্ষিণে।

তুমি আমি, আমরা যেখানেই থাকি না কেন
আমরা দুজনে বাস করি পাশাপাশি,
রাত যখন আমার স্বপ্নকে চুরি করে নিয়ে যায়
অনাগত দিন আমায় ভরে ওঠে উজ্জ্বল আলোকে।

অনুবাদ। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

এগিয়ে চলো, যেখানে শত্রু সেখানেই লড়াই

চলেছি আমরা, আমরা চলেছি, দীর্ঘ অভিযানে,
আহা দীর্ঘ অভিযানে :
সয়েছি আমরা দুঃখ-কষ্ট, করেছি অনেক কঠোর কাজ,
আমাদের ঘাড়ে বিরাট বোঝা, বোঝার ভার :
দর্‌-দর নামে আমাদের দেহে, নামে ঘামের স্রোত
মিষ্টি ঘামের স্রোত।

চলেছি আমরা, আমরা চলেছি, দীর্ঘ অভিযানে
আহা দীর্ঘ অভিযানে।

(কিন্তু) আমাদের চোখে, চোখে আমাদের, দাউ দাউ জ্বলে
জ্বলে ঘৃণার আগুন।
আমরা চলেছি, এগিয়ে চলেছি, দৃঢ় শপথে মাতৃভূমির নামে
আহা মাতৃভূমির নামে।

আমাদের সামনে একটি লক্ষ্য, একটিই মরণ-পণ
যেখানে শত্রু, সেখানেই আমরা, সেখানেই লড়াই
সেখানেই জোর কদম ॥

আমাদের পা ক্রমেই ভারি, ক্রমেই ভারি, ক্লান্তিতে অবসাদে
(তবু) আমরা চলেছি, চলেছি সামনে, দীর্ঘ অভিযানে
বলতো কেন, কেন ?

(কারণ) আমরা তো আছি, আছি এক, গভীর দুঃখের অন্ধকারে
আমাদের জীবন, কঠোর জীবন, শত্রুর শোষণ আর শাসনে
কী কঠিন শোষণ আর শাসনে ।

আমাদের সামনে একটি লক্ষ্য, একটিই মরণ-পণ
যেখানে শত্রু, সেখানেই আমরা, সেখানেই লড়াই
সেখানেই জোর কদম ॥

আমাদের দেশের, বিরাট দেশের, প্রান্তর জুড়ে
হানাদার বাহিনী, হানাদার বাহিনী,
ছড়িয়ে দেয়, ছড়িয়ে দেয়, অফুরান বীজ, দুঃখ আর ধ্বংসের
কী অসীম দুঃখ আর ধ্বংসের ।

আমাদের দেশের, দেশের মানুষ, লাল লাল চোখ তুলে
আহা লাল লাল চোখ তুলে
তাকিয়ে থাকে, তাকিয়ে থাকে, গভীর এক বিশ্বাসে
আমাদের দিকে কি এক গভীর বিশ্বাসে ।

আমাদের রক্তে, রক্তে আমাদের, জ্বলে ওঠে ঘৃণা
জ্বলে ওঠে দাউ দাউ,
আসুক না আদেশ, আদেশ আসুক, শত্রুকে উৎখাত
আহা শত্রুকে চির-উৎখাত ।

আমাদের সামনে একটি লক্ষ্য, একটিই মরণ-পণ
যেখানে শত্রু, সেখানেই আমরা, সেখানেই লড়াই
সেখানেই জোর কদম ॥

অনুবাদ । **কমলেশ সেন**

ঐতিহাসিক দিয়েন বিয়েন ফু বিজয় অভিযানের সময় ভিয়েতনামের গণফৌজ এই অনন্য গানটি গাইতে গাইতে এগিয়ে যায় । এই গানটির রচয়িতা দো-নূয়ান ।

তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন

জন্মের পর নিজেকে দেখলাম জেলখানায়
আমার তু'চোখ জুড়ে অন্ধকার
কাঁটাতারের বেড়ায় অন্তরীণ আমি।
পাখির গান কেমন আমি জানি না,
ভাই ও বোনেরা আমার, আমি জানি না সূর্যের রঙ কেমন ?
আর নদী, সমুদ্র ! আমার কাছে একটি আশ্চর্য শব্দের মতো।
ছোট পাত্রটা, যা থেকে মা আমার
সকাল সন্ধ্যায় প্রতিদিন রেশন নিতেন,
তার থেকেও কি এই সমস্ত অন্য কিছু ?

আমার ছোট্ট ঠোঁটে আমি শুধু মায়ের তুধের আস্বাদ নিতাম।
ভাই ও বোনেরা আমার, বলো কি জন্যে
মানুষের মুখোস-পরা শয়তানগুলো মাকে প্রায়ই বাইরে নিয়ে যেতো
ফিরিয়ে আনার আগে পর্যন্ত চলতো নির্যাতন ;
তার সফেদ তুধ কেন প্রায়ই লাল টকটকে হয়ে উঠতো ?
সন্ধ্যায় আমি রাস্তায় বেড়াতে পারি না
তাই কখনো সুস্বাতু খাবারের আস্বাদও আমি পেলাম না।
এগুলো কি শুকনো পচা মাছের মতো
আমাকে গ্রাস তুলতে হোত ? তবে আমার গলায় এত
আঘাত লাগে কেন ?
কেন ওই শয়তানগুলো আমাকে বাঁচতে দিতে চায় না ?
ওরা কি আমাকে ভয় করে ?
আমি ছিলাম ছোট্ট শিশু, আমার ছিল উজ্জ্বল চোখ, লাল ঠোঁট।
এত কথা বলার আগে পর্যন্তও আমি ছিলাম বন্দী।

জয়ের গান গাইবার আগেই···ছিঃ ছিঃ
ওরা আমায় হত্যা করলো !

আমার কাছেই শোন সেই খবর ঃ
ওরা আমাদের খাবারে মিশিয়ে দিল বিষ
আমি খেলাম···আমার অন্ত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হলো,
রক্ত ছিটকে পড়লো আমার চোখ থেকে, নাক থেকে, কান থেকে
তারপর হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ !

আঃ মধুর চেয়েও মিষ্টি মা আমার, মাগো
তুমি কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেলে।
একটা বিশাল ক্ষত চিহ্ন তোমার বুকে, তোমার স্তন দুটো কোথায় মা ?
আমি আর তোমার দুধের আস্বাদ নিতে পারবো না
ঝলসানো আমার ঠোঁট !
ভাই ও বোনেরা আমার, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছো,
তোমরা কি শুনতে পাচ্ছো আমার কণ্ঠস্বর ?
তোমাদের হৃদয়ের অন্তস্থলে গেঁথে নাও
ভাই আমার এ কাহিনী
(এখনো তো দক্ষিণের জেলে হাজারো শিশুর এই প্রশ্ন !)
না না, এত দ্রুত আমি উত্তর চাই না।
শুধু সময়ের বলিষ্ঠ প্রয়োগে এ যন্ত্রণা ছিঁড়ে ফেলি এসো !
উপড়ে ফেলি মানুষের মুখোস-পরা শয়তানগুলোকে !
"আমেরিকা, দিয়েম চক্র সব আছে,
ভাই ও বোনেরা আমার, ওদের হঠাও, আমি বাঁচবো !"
পৃথিবীতে এমন মানুষ আছে,
মানুষের এমন হৃদয়
যারা রাত্রিদিন শুনছে আমার এ ব্যাকুল আহ্বান ?

অনুবাদ। সলিল দাসগুপ্ত

কাল, কালই তো সেই পুনর্মিলনের দিন

ওরা তোমার ভাইদের নিষ্পেষণ করেছিল
কিচ্ছু বলোনি তুমি।
ওরা তোমাকেও নিষ্পেষণ করেছিল
কিচ্ছু বলোনি তুমি।
ওরা তোমার মাকে লাঞ্ছনা করেছে
তুমি তখন হাজার মানুষের মুখের দিকে তাকিয়েছো।
ওরা তোমার সন্তানদের হাড় গুড়ো করে দিয়েছিল
তোমার লাবণ্য মাখা মুখ তখন
ইস্পাতের মতো হয়ে উঠেছিল
সংজ্ঞা হারিয়ে তুমি পড়ে গেলে
আর, তোমার ওষ্ঠে কালো রক্তের গহন দাগ এঁকে গেল।
ওরা আরো আরো চেয়েছিল ঃ
এবং তোমাকে গুলি করলো
তুমি মরে গেলে
নির্মম শান্ত মৃত্যু তোমার।
কিন্তু, সে-ই রাত্রিতে—
এখনো তোমার হাসি কাঁপিয়ে তোলে চারদিক।
ওরা তখন আঁতকে জেগে ওঠে
ওদের প্রাণ লক্ষ চাবুকের ঘায়ে ক'কিয়ে ওঠে ব্যথায়।

মাতৃভূমির প্রাচীরের বেদীতলে
আমরা শান্তিতে শুইয়ে রেখেছি তোমাকে
পুনর্মিলনের দিনটি অবধি তুমি শুয়ে থাকবে ;
যখন হত্যাকারীদের

গুনে গুনে মূল্য দিতে হবে
আর তখন তোমার উচ্চকিত হাসি
একটি ফুলের মতো ফুটে উঠবে তোমার ওষ্ঠে।

সীমাহীন

আহা, সীমাহীন আনন্দের সেই পুনর্মিলনের দিনটি
আগামী কালই তো।

অনুবাদ। নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

6152

কৃনঙ্ হ্জুঙ্

নৈঃশব্দ্য কখন

দক্ষিণের তীরভূমি ! দক্ষিণের তীর !
কেন চুপ, কেন হেন সুদীর্ঘ স্তব্ধতা ?
নিঃশব্দ বহতা ধারা
নদী পার হয় শুধু নির্বাক সেতুটা,
হাত নাড়ে নিশ্চুপ বিদায়,
মৌনী চোখ চেয়ে থাকে ওপারের দিকে
নৈঃশব্দ্য কখন ভাঙবে ?
প্রহরে প্রহরে
প্রতীক্ষিত বিস্ফোরণ এক ।

অনুবাদ । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ত্রান্ হ্ থ্ন্

বিচ্ছেদ

এমনও কোনো কোনো সন্ধ্যায়
মাতৃহৃদয় যেন উষ্ণ কোমল
হানোই-এর শহরকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে
যখন দেখি থরথর-কম্পিত ওর অর্ধাংশ
দুটো হাত বাড়িয়ে দিই অঞ্জলিতে বাঁধবো বলে ওকে।

এমনও কোনো কোনো সন্ধ্যায়
হাওয়ায় মাতাল সমভূমিতে দাঁড়িয়ে,
উড়ন্ত-বক-যদ্দুর-যায় ততোদূর ছড়ানো
সদ্য-বিলি-করা সবুজ ধানখেতে দাঁড়িয়ে
যখন দেখি সেই খেতের অর্ধাংশে
চারাধান শুকনো, জ্বলে-যাওয়া মাটি
খরার সঙ্গে লড়াই করতে কেন আমার মন ওঠে মেতে, ওঠে খেপে?

এমনও কোনো কোনো সন্ধ্যায়
আরাম-কাড়া ছোট্ট পাতার ঘরখানিতে চালের নিচে
ঝুড়িবোঝাই গরম মিষ্টি-আলুর চারপাশে বসে
দিব্যি জমে-ওঠা আসরে বসে
দক্ষিণের অর্ধাংশের জন্যে মন কেমন করে, মন কেমন করে
কেন ?

এমনও কোনো কোনো সন্ধ্যায়
চাঁদের আলোয় নদীর বাঁধে
প্রিয়তমার চুম্বন যখন আকাশ করে তোলে উষ্ণ-নিবিড়

তখন আমার হৃদয় কেন আমার হৃদয় অর্ধেক-তুষারিত
ব্যাকুল ব্যাকুল হয় অপরার্ধের জন্যে ?

এমনও কোনো কোনো সন্ধ্যায়
বাতাসের প্রতিমুখে যেই পাখিরা ওড়ে
জোড়ায় জোড়ায়, অনেক উঁচুতে, নীল আকাশের গায়
কেন ওদের ডানাকে মনে হয় আমার পা—
দেশের মাটির অর্ধেক সীমিত যার গতিবিধি ?

এমন কতো-না সন্ধ্যায়
কতো, কতো সন্ধ্যায়
নিজেকে কেমন মনে হয় ভগ্নহৃদয়
হারিয়ে গেল যে-হৃদ্‌যন্ত্রের অর্ধাংশ ঃ দক্ষিণ দেশ।

অনুবাদ। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

উয়ান দিয়ু

কামাউ অন্তরীপ

কামাউ অন্তরীপ সতেজ মাটির বিশাল অঙ্কুর
সাগর থেকে
শতাব্দী ব্যেপে তোমার জয়যাত্রা
যোজন যোজন ধরে পলল পেরিয়ে এসেছো,
যাতে মানুষেরা বিচরণ করতে পারে।

আমার পিতৃভূমি যেন এক অর্ণবপোত
কামাউ অন্তরীপ যেন বা তার অগ্রভাগ।

অসংখ্য নদী, প্রশস্ত নদীসমূহ যেন সারি বেঁধে
গরান গাছের সবুজে সবুজে
গেঁথেছে প্রাকার সার সার,
নীল আকাশের সীমানা ঘিরে
যে আকাশ বাহুর বিস্তারে
এই দেশ আলিঙ্গনে লালিত করেছে।

আমার পিতৃভূমি যেন এক অর্ণবপোত
কামাউ অন্তরীপ যেন বা তার অগ্রভাগ।

হে আমার অবিশ্বাস্য ভালোবাসা, স্বদেশ তোমার ও দেশের মাটির জন্যে,
ওগো কামাউ অন্তরীপ যদিও তোমাকে আমি দেখিনি কখনো
তবু ভালোবাসা আর স্বপ্ন আমার তোমাকেই ঘিরে
বর্ষে বর্ষে প্রতি রাত্রে
যে অন্তরীপের জন্যে
আমার মন উড়ে চলে পাখার বিস্তারে।

আমার মস্তিষ্ক জ্বলে, আমার হৃদয় থেকে রক্ত ঝরে পড়ে
কামাউ অন্তরীপে আমার হৃদয়।

আমার কাছে সুদূর হলো আপন
ওগো কামাউ অন্তরীপ, অন্তরীপ নিত্য বর্তমান
বেন হাই নদীর দু'কূলে
নিত্য আমার পিতৃভূমি, এর জলে এর পর্বতে
বারে বারে সূর্যালোক, বৃষ্টি এসে মুছে দেবে রঙ
কিন্তু স্থির থাকবে চিরদিন আমার হৃদয়।
পিতৃভূমির অগ্রদ্বীপ অন্তরীপ তুমি
সমুদ্রের সমুত্তাল তরঙ্গ সয়েছো
লাই তু ত্রঙের মতো যেন দৃপ্ত এবং বিশাল
এ আমাদের দুর্ভেদ্য প্রাকার
আমাদের স্থির লগ্ন শেষ মিলনের স্থান
অসংখ্য ঝঞ্ঝা আর উত্তাল তরঙ্গের মুখোমুখি।

আমার পিতৃভূমি যেন এক অর্ণবপোত
কামাউ অন্তরীপ, প্রিয় আমার...
যেমন আমার আঙুলের ডগায় জীবন্ত শোণিত
যেমন নবীন পল্লব থেকে প্রাণবন্ত রসের প্রবল নিঃসরণ
যেমন তীরের শীর্ষবিন্দুতে কেন্দ্রীভূত শক্তির সমাবেশ
যেমন কলমের মুখে দুর্জয় শব্দের প্রবাহ।

আমার পিতৃভূমি যেন এক অর্ণবপোত
তরঙ্গরাশিকে চূর্ণ করে দেবে বলে মুখোমুখি
কামাউ অন্তরীপ তার অগ্রভাগ।

অনুবাদ। সুজিৎ ঘোষ

হোয়াঙ ক্রঙ থঙ

বেন হাই নদীর ওপাড়ে কুয়াশা নামে

একটি নদী, দু'ভাগ হয়ে যাওয়া চোখের জলের একটি ধারা
একটি সেতু, যন্ত্র দানবের চোয়ালের মতো দাঁতে দাঁত এঁটে কঠিন।
আমার দু চোখে ঘন কুয়াশা
অন্ধকার ছড়িয়ে দেয়,
আমি কিছুই দেখতে পাই না ;
আমি নিঃশব্দে পাইন গাছের মতো
দাঁড়িয়ে আছি,
যেন মাটির বুকে আমার পা বাঁধা।
বাতাসকে শুধাই
প্রশ্ন করি মেঘের কাছে
বনের দিকে মুখ তুলে বলি
জলের কাছে ব্যক্ত করি আমার জিজ্ঞাসা :
কোথায়, কোথায় আমার দেশের বাকি আধখানা ?

কুল কুল শব্দে বয়ে চলেছো তুমি বেন হাই,
জানি না কেন তোমার এই নাম—
কেন তুমি সীমানা বেঁধে দেওয়া নদী ?
তোমার শান্ত জল হঠাৎ শাণিত তরবারির মতো
ঝলমল করে ওঠে,
তোমার অন্তরকে ছিঁড়েখুঁড়ে দু'ভাগ করে।
হে আমার ছোট্ট হিয়েন লুওঙ সেতু
কতোটুকুই না তোমার বিস্তার,
অথচ তুমি দুটি তীক্ষ্ণ রঙে
নিজেকে সাজিয়ে
নিঃশব্দে একাকী

তোমার লোহার পাঁজরেয় মধ্যে
বাতাসের হিস হিস শব্দ
আর জলের কলধ্বনি শুনতে শুনতে
সারাটা দিন আর রাত দুটি পাড়কে
বেঁধে রেখেছো একই সূত্রে।

আহা, যদি কারো গানের সুরে বাতাস ভেসে যেতো,
যদি দাঁড়ের টানে জেগে উঠতো নদী
আহা, তবে কতোই না মধুর হোত!
আমি এপাড় থেকে পাড়ে যেতে চাই
বেন হাই, আমি তোমার দু'পাড়েই
দাঁড়াতে চাই,
তোমার দু'পাড়েই পা রাখার জন্যে
আমি উন্মুখ হয়ে আছি।
কতোটুকুই বা তোমার দু'পাড়ের ব্যবধান,
তবু আমাকে এখানেই দাঁড়াতে হবে
ব্যর্থতায় দোলাতে হবে আমার হাত।

এ পাড় থেকে ওপাড়ে পা বাড়ালেই
ওরা বাধা দেয়,
উদ্যত রাইফেল নিয়ে ছুটে আসে আমার দিকে,
পাঠিয়ে দেয় আবার এপাড়ে।
ওপাড়ে তখন,
দক্ষিণের সারাটা প্রান্তর জুড়ে নামে কুয়াশা
আর কুয়াশা।
অসংখ্য মানুষের চোখের জলের মতো
টুপটাপ ঝরে পড়ে
কুয়াশা,

আর গ্রামগুলির মাথার ওপর
শোকাশ্রুর মতো থমথম করে
কুয়াশা, ঘন কুয়াশা।

এখানে, আমাদের মাথার ওপর নীল আকাশ,
সেখানে জ্বল জ্বল করছে সূর্য,
জানি না ওপারে কেন কুয়াশা এতো ঘন ?
এখানে, সবুজ ধানের ক্ষেতে সুরের প্লাবন
জানি না ওপারে কেন বিধ্বস্ত মাঠের ওপর
বাতাস মাথা কোটে ?
এখানে, সারি সারি লাল টালির ছিমছাম বাড়ি
পথে ঘাটে মুখরিত জনতার ভীড়,
ওপারে কেন শুধু খড়ে ছাওয়া পড়ো কুটির ?
এখানে, সকাল-সন্ধ্যায়
জোয়ার আর ভাঁটার টানে
জেলে নৌকার যাওয়া-আসা,
ওপারে কেন শুধু আছাড়িয়ে ভাঙে
ঢেউ আর ঢেউ ?

দক্ষিণের ওই শান্ত নিবিড় বুকে
ধীরে ধীরে নামে ঘন কুয়াশা,
আর তার সাথে সাথে শুরু হয়
জল্লাদের উন্মত্ত চিৎকার।

ওরা সোনার হিসেব কষে
মৃতদেহের গননা করে
ন্যায়ের ওজন করে অপরাধের নিক্তিতে
ফাঁসিকাঠে ওদের অভিনয় চলে নীতিশাস্ত্রের প্রহসনে

বিবেক আর মানবিক অনুভূতিকে ওরা করে বিদ্রূপ
ডলারের রাজত্বে গিলোটিনের শোভাযাত্রা চলে
রক্ত সমুদ্রের বুকে।

কুয়াশা নামে
ঘন কুয়াশা
দক্ষিণের শান্ত-সমাহিত বুকে ;
আর তার সাথে সাথে আসে
হৃদয়কে জ্বালিয়ে দেওয়া
সেই অগ্নি ঝড়।
ফু লুই, হুয়ঙ দিয়েনের প্রতিটি রক্তকণা
সৃষ্টি করে অগ্নি সমুদ্র,
ক্রোধের এক একটি স্ফুলিঙ্গ
দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দেয় বারুদের স্তূপ।
আর সেই বিস্ফোরণে ছারখার হয়ে যায়
কারাগারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর।
ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে কুয়াশার শবাচ্ছাদন।
আসছে সেই উজ্জ্বল দিন
যেদিন এই কুয়াশা দিয়ে ঢাকা হবে
জল্লাদদের মৃতদেহ,
আর তাদের কবর দেওয়া হবে
মাটির অনেক অনেক গভীরে।

একটি নদী,
যেন একটি অশ্রুসজল চোখের ধারা,
আর একটি সেতু

ইস্পাতের চোয়ালে দাঁতে দাঁত ঘষছে।
কুয়াশা নামে, ঘন কুয়াশা
দক্ষিণের ওই বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে,
আর তার সাথে সাথে
আগুন আর লেলিহান শিখা
হানে আঘাত।

অনুবাদ। সলিল বিশ্বাস

দাই উয়েনের কিশোর

আমি ছিলাম দাই উয়েনের এক ছোট্ট পাখি।
দিনের পর দিন আমি মহিষের পিঠে
চড়ে বেড়াতাম,
আমার মাথায় থাকতো
গাছের পাতায় তৈরি টুপি।
প্রজাপতির সাথে
আমি সারাদিন খেলা করে বেড়াতাম,
আমি গান গাইতাম
নাচতাম।

বলো, আমি তাদের কি করেছিলাম ?

তারা আমার গান থামিয়ে দিল,
এই সব উন্মত্ত কলঙ্কিত মানুষরা
আমার আনন্দ আর উচ্ছ্বাসকে
ঘৃণায় ঘৃণায় ভরিয়ে দিল।

একদিন সকালে তারা আমাকে
গুলিবিদ্ধ করলো,
তখন আমার পিতা তার তীক্ষ্ণ কুড়ুল কাঁধে
গিয়েছিলেন মাঠে,
মা তখন সবে সব্জীর বোঝা নিয়ে
গিয়েছেন বাজারে,
আর ঠিক,
আর ঠিক তখন দিয়েমের সৈন্যরা

আমার ঘরের দরজা ভেঙে ফেললো,
তারা আমাকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলো ঃ
‘ওহে খোকা, তোমার বাবা-মা কোথায় ?’
আমি তাদের কোনো কিছু বলার আগেই
শুনতে পেলাম
মেশিন-গানের ঘড় ঘড় আওয়াজ।
আমি মাটির বুকে মুখ থুবড়ে
লুটিয়ে পড়লাম,
লাল হয়ে উঠলো মাটি।
আমার উদ্ভাসিত চোখের দিকে তাকিয়ে
তারা থরথর করে কেঁপে উঠলো,
একজন চিৎকার করে বলে উঠলো ঃ
‘দেখো দেখো, ও এখনো নিশ্বাস নিচ্ছে।’
তারা ছুটে গিয়ে পেট্রোল আনলো,
আর সেই পেট্রোল আমার মুখের ওপর
ছিটিয়ে দিল,
তারপর জ্বালিয়ে দিল আগুন।
না, তারা কখনোই এই ঘৃণ্য অপরাধ
মুছে ফেলতে পারবে না ,
আমি জানি,
একদিন তাদের বিচার হবেই।

আমার রক্ত এখনো এই মাটির বুকে
টগবগ করছে,
না এই মাটি শুষে নেয়নি
আমার রক্ত
বৃষ্টির জলধারা মুছে দেয়নি

এই ছোপ ছোপ রক্ত,
সূর্যের মতোই লাল টকটকে এই রক্ত।

তারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিল,
অসংখ্য মানুষকে টুকরো টুকরো করে কেটে
ভাসিয়ে দিল নদীর জলে,
যারা বেঁচে রইলো
তারা মুছে ফেললো চোখের জল,
দক্ষিণের দিকে তাকাও, দেখ দক্ষিণ দেশ ;
বোমারু বিমান ঢেকে ফেলেছে
লাই ত্রচ, আনলাম, মাই সন
ভিন ত্রিন দাম আর থুবন নদীর ওপরের
সেই চির পরিচিত নীল আকাশ।
তোমরা, দাই উয়েনের মানুষকে ভুলে যেও না
হে আমার ভাই বোনেরা
তোমাদের চোখের জল মুছে ফেল,
আমার প্রতিটি রক্তের কণা
আগুনের মতো দাউ দাউ করে
জ্বলছে,
তোমরা প্রতিশোধের জন্যে তৈরি হও
উঠে দাঁড়াও।

অনুবাদ। কমলেশ সেন

এমিলি, মামণি

‘আমার সঙ্গে এসো, এমিলি,
তাহলে যখন তুমি বড় হবে
তখন পথ চিনে নিতে পারবে।’
‘আমরা কোথায় যাচ্ছি, বাবা ?’
‘পেটোম্যাক নদীর তীরে।’
‘তুমি আমাকে কি দেখাবে, বাবা ?’
‘আমি তোমাকে পেন্টাগন দেখাতে চাই, বাছা।
আদরের মামণি, তোমার অবাক-হওয়া চোখ,
আদরের মামণি, তোমার ঝলমল-করা চুল।’

ওয়াশিংটন...
আত্মার গোধূলি
বেঁচে ছিলে অথবা আজও বেঁচে আছ
সত্য, জ্বলে ওঠো, বিঘোষিত হও,
মুখোশ খুলে দাও জমিয়ে-তোলা অপরাধের।
মানবতা আজ ধর্ষিতা !
জনসন, মানুষের দুনিয়ার ডলার-শয়তান,
কোন ঔদ্ধত্যে তুমি ধার করো যিশুর আঙরাখা
অথবা বুদ্ধের জাফরান জোব্বা ?

ম্যাকনামারা
কোথায় লুকচ্ছো তুমি ?
তোমার বিরাট পাঁচকোণা বাড়ির
মাটির তলার ঘরে ?

এক-একটি কোণ এক-একটি মহাদেশের জন্যে ?
যে-আগুন জ্বেলেছো তার থেকে লুকোতে চাও তুমি
উটপাখি যেমন বালির মধ্যে মাথা লুকোয় ।

এদিকে তাকাও
এই একটি মুহূর্তের জন্য তাকাও আমার দিকে—
শিশুর-হাত-ধরা এ-একটি মানুষ মাত্র নয় ।
আমি আজ জ্বলন্ত বর্তমান
আর, আমার এমিলি আমাদের সমস্ত আগামীকাল ।
এইখানে দাঁড়িয়ে আমি ডাক পাঠাই
আমেরিকার মহান আত্মাকে—
দিগন্তে পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করতে
ন্যায়ের আলোকবর্তিকা ।

শয়তানের দল
কার দোহাই দিয়ে তোমরা পাঠাচ্ছো
হোয়াইট হাউস থেকে সোজা ভিয়েতনামে
বড় বড় বোমারু বিমান
নাপাম বোমা আর বিষাক্ত গ্যাস বোঝাই করে
শান্তি এবং একটি দেশের স্বাধীনতাকে খুন করতে
স্কুল ও হাসপাতাল পুড়িয়ে ছাই করতে
ভালোবাসা ছাড়া যারা আর কিছুই জানে না
সেই সব মানুষকে জবাই করতে ?

স্কুলের পথে চলেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে
তোমরা তাদের হত্যা করছো
ঋতুতে ঋতুতে ফুলে ফসলে হাসছে মাঠ

তোমরা তাকে বধ করছো
কবিতা ললিতকলা আর সঙ্গীতের প্রবাহকে
টুঁটি টিপে মারছো তোমরা।
কোন নামের দোহাই পেড়ে
তোমরা কফিনে ভরে কবরে দিচ্ছো
আমেরিকার ছেলেদের
দীর্ঘকায় বলবান সব যুবক
যারা প্রকৃতির শক্তি-ভাণ্ডার ঢুঁড়ে
সুখের সন্ধান দিতে পারতো মানুষকে !
কার নামে আমাদের পাঠাচ্ছো জঙ্গলে,
ঢালু শস্যক্ষেত্রে, প্রতিরোধী জলাভূমিতে,
সেই সব গ্রামে ও শহরে যা আজ দুর্গ
যেখানে দিবারাত্রি পৃথিবী প্রকম্পিত
আর আকাশ আন্দোলিত
বীর যেখানে ছোট ছোট ছেলেরাও
যেখানে ভীমরুলের পাল যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত
যেখানে ফুল ও ফল রূপান্তরিত আয়ুধে।

'এমিলি, মামণি,
এখন অন্ধকার ঘনাচ্ছে
আজ রাতে আমি আর বাড়ি নিয়ে যেতে
পারবো না তোমাকে,
আগুন নিভে যাওয়ার পরে
তোমার মা এসে নিয়ে যাবেন তোমাকে
আমার হয়ে মাকে বুকে জড়িয়ে ধরে
চুমু দিতে পারবে তো ?

আর তাঁকে বলো—
দুঃখ করো না, বাবা খুশি মনে চলে গেছেন।'

ওয়াশিংটন,
আত্মার গোধূলি
বেঁচে ছিলে অথবা আজও বেঁচে আছ
আমার অন্তর এখন জ্বলছে উজ্জ্বলতম দীপ্তিতে
আমার জ্বলন্ত দেহের রূপান্তর হয়েছে
সত্যের মশালে।

অনুবাদ। চিত্তরঞ্জন পাল

নরমান মরিসন একজন আমেরিকান কোয়েকার। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যায় যুদ্ধ ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। ঘটনাটি ঘটে কেন্দ্রীয় সমর-দপ্তর পেন্টাগনের সামনে। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান স্ত্রী ও কয়েকটি সন্তানকে। তাদের সবার ছোট কন্যা এমিলি। এই কবিতাটির রচয়িতা ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সম্পাদক।

ভিয়েন ফুয়ং

বিজয়ের বসন্তে

চার বছর পূর্ণ হলো। সময় কী দ্রুত চলে যায়
আমাদের সৈন্যদল গড়ে ওঠে অরণ্যের গাছের মতন
আমাদের পদক্ষেপে পেন্টাগন কাঁপে
প্রায় গোটা দেশটাই আমাদের করতলগত।
অনেক অনেকখানি বিমুক্ত এলাকা
এই ব্যাপ্ত আকাশের নিচে আমি দয়িতাকে কাছে পেলাম না।
এখন উৎসব রাত্রি। কী ভাবি তোমায় নিয়ে বলো ঃ
চারটি বছর গেল, তবু আমরা মিলতে পারিনি।

শুধু একবার আমি ছোট্ট একটি চিরকুট পেয়েছি। জনৈকা
সংবাদবাহিকা সেই চিঠিখানি পৌঁছে দিয়েছিলেন,
চিঠিতে রক্তের ছিটে, পথিমধ্যে শত্রু তাঁকে মেরে ফেলেছিল।
মারা গেলেন, তবু সেই চিঠিখানি ঠিক পৌঁছেছিল
আর তাঁর শেষবার্তা ঃ 'ও তোমায় ভালোবাসে, ভাবে।
ও রয়েছে শহরে সংগ্রামী বাহিনীর পুরোভাগে জেনো।'

আমার বুকের মধ্যে সায়গন তাই প্রিয়তর
পথে পথে যেন দেখি তোমারই ছায়ার সঞ্চার
মেদিনীকাঁপানো যুদ্ধে সমর্পিত 'অগণন' সৈনিকের রলরোলে শুনি
তোমারই কণ্ঠস্বর!
উৎসবের রাত! তবু মোছেনি রক্তের দাগ সাইগনের পথে
অসুরেরা কখনো বসন্ত চায় না জনতার।

তবুও আনন্দ জাগে হৃদয়ে হৃদয়ে ঃ
বিজয়ের দেরি নেই, নতুন পোশাক পরে যুদ্ধে যেতে হবে।
তোমাদের সংগ্রাম মহীয়ান! রাইফেল হাতে
সাইগনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাব, কণ্ঠে নিয়ে স্বাধীনতার গান
মহান নগরে আমি পুঁতে দেবো বিজয় পতাকা
হিরণ্ময় তারা জ্বলবে হো চি মিনের শহরের মাথার ওপর।

তোমার প্রতীক্ষা করি। এবার নতুন সাজে সাজো
কামান স্তব্ধ হলে আমাদের পরিণয় হবে।
মুক্ত শহরের ওপরে নীলাকাশে বিজয়ের বসন্ত উৎসবে
দুটি শ্বেত কবুতর ডানা মেলে দেবে।

অনুবাদ। শিবশম্ভু পাল

আমার স্বদেশভূমি

ছেলেবেলায় যখন আমি দিনে দুবার স্কুলে যেতুম
তখন
পুঁথির পাতা পড়ে আমি ভালোবাসতুম
আমার স্বদেশভূমিকে—
'কে বলে রাখাল-বালকের জীবন দুঃখে ভরা ?'
স্বপ্ন দেখতে দেখতে
সেই দূর আকাশ থেকে ভেসে আসা পাখির গান
আমি শুনতুম।
প্রায়ই স্কুল পালিয়ে
পুকুর ধারে প্রজাপতি ধরতুম,
আর
মায়ের হাতে ধরা পড়তুম…
বেতের ঘা পড়তে না পড়তে
আমি কেঁদে উঠতুম : অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ… !
পাশের বাড়ির ছোট্ট মেয়েটা
আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলতো :
উঃ অসহ্য !

তারপর,
বিপ্লবের ডাক এলো। এবং এক দীর্ঘ লড়াই।
শত্রু চষে বেড়ালো আমার স্বদেশভূমি।
মাকে রেখে আমি চলে গেলুম।
পাশের বাড়ির সেই ছোট্ট মেয়েটি—
কে বিশ্বাস করবে

সেও গেরিলা দলে জুটেছে।
যেদিন আমাদের দেখা হলো সেদিনও সেই মুচকি হাসি।
তার চোখ দুটো কালো আর গোল—
কি সুন্দর, কতো গভীর!,
কিন্তু,
সামনে আমাদের লড়াই। কোনো কথাই বলা হলো না।

আমার দলের সাথে পা মিলিয়ে চলি
আর বার বার পিছু ফিরি,
যদিও আকাশ ছিল বর্ষণমুখর
আমি জানি না, কেন
আমার হৃদয়ে ছিল উষ্ণতা···

শান্তি ফিরে এলো
আমি আবার এলাম ফিরে
সেই পুরোনো স্কুল, আলপথ, আখের ক্ষেতে।
আমাদের আবার দেখা হলো।
দিশেহারা তুমি দরজার পিছনে লুকোলে···
আমি চুপি চুপি শুধোলুম :
"তোমার বিয়ে হয়েছে?"

তুমি হাসলে :
'আচ্ছা, ভাই বলে কি ডাকা যায়?'
কম্পিত আমি তোমার নরম নরম হাতখানি হাতে তুলে নিলুম,
তুমি রেখে দিলে
রেখে দিলে কবোষ্ণ সে হাত আমার হাতে।

আজ আমি তোমার খবর পেলুম।

ভাবতে পারছি না। অথচ, অথচ সত্যি...
ওরা তোমায় গুলি করে মেরেছে
তোমায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।
কেন ?
ওরা বলেছে ঃ 'তুমি এক মুক্তিযোদ্ধা।'
বেদনায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ,
আমি অর্ধমৃত !

একদা আমার স্বদেশভূমিকে ভালোবেসেছিলুম
পাখিদের গানে আর প্রজাপতির রঙে,
তখন আমি
দুষ্টুমি করে মায়ের হাতে মার খেতুম।
আর, এখন
তাকে ভালোবাসি।
কারণ,
তার ধুলোমাটির কণায় কণায় মিশে গেছে
সেই সে মেয়ের বিন্দু বিন্দু রক্তমাংস
যাকে আমি চিরটা কাল ভালোবাসবো।

অনুবাদ। মিহির ভট্টাচার্য

চরকার শব্দ এখন সারাক্ষণ শান্তির

এখনো তোমার নিঃশ্বাস পাহাড়ের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়
এখনো তোমার চোখ ঘুরে যায় অধীর অন্ধকারে
এ কোন গ্রাম ? খড়ের গাদা খাল নারকেল বীথি
দোল-খাওয়া বাঁশের সাঁকো
তুমি বাড়ির সামনে ছেলেদের খেলার হট্টগোল শুনলে
ঢেঁকির শব্দ চরকার ঘরঘর
তুমি ঠোঁট কামড়ালে হা ভগবান ! চরকার শব্দ

প্রিয়তমার কণ্ঠস্বরের মতো কেন ওরা এমন আকুল ?
তুমি জানো এমনি সময়ে তোমার গ্রামে
তোমার স্ত্রী এখনো ঘুমতে যায়নি।
পিদিমের আলোয় চরকার সুতোর ছায়া
তার চোখে এখন ক্লান্তি আর অনিদ্রার কালো রেখা
তুমি জানো তোমার ছোট্ট সোনা এখনো
এতো রাতেও মেতে আছে
শত্রুর ঘাঁটিতে হানা দেওয়া আর ব্রীজ ওড়ানোর খেলায়,

তোমার বন্দুক এখন
তোমার স্ত্রী আর তোমার ছোট্ট ছেলের দিকেই লক্ষ্য করে আছে
চরকার শব্দ এখন সারাক্ষণ শান্তির…

'ভয়ে কেঁপে উঠো না !' তোমাদের বলা হয়েছে
'এখন তোমরা ভিয়েতকঙদের এলাকায়।'
কোথায় তোমার শত্রু ?

কার দিকে তোমার বেয়নেট লক্ষ্য করে আছে ?
তুমি বন্দুক নামিয়ে নিলে
তোমার পেছনে শুধু অন্ধকার
আর অন্ধকার।

খুনে সাঁড়াশী আক্রমণ তোমাকে একের পর এক
অপরাধে টেনে নেয়
চরকার শব্দ এখন সারাক্ষণ শান্তির…
তোমার মাথা শিশির সিক্ত
বন্দুকের বাঁটের ওপর নুয়ে পড়ে।
আকাশ পরিষ্কার। গ্রামগুলোতে মোরগের ডাক
লাল মেঘে পাখির গান
নারকেলের সবুজ মাথা
খড়ের চাল ছাড়িয়ে সোজা আকাশের দিকে
রান্নাঘরের পাশে ঢেঁকির পাড়
আর চরকার শব্দ সারাক্ষণ শান্তির…
এগিয়ে যাবার আদেশ ! বিস্মিত হয়ে তুমি কাঁপছো
বন্দুক গর্জে উঠলো। পেছনে ফেরার আর পথ নেই
তোমার বন্দুক এখন তোমার দিকেই লক্ষ্য করে আছে।

হা ভগবান ! কাকে গুলি করবো ?
তুমি চারদিকে তাকালে। দেখলে,
অন্য বন্দুকগুলো মাথা নামিয়েছে
অন্য হাতগুলো তোমার মতোই থরথর করে কাঁপছে
পাশের চালার পেছনে শিশুরা ডুকরে উঠলো
পরিচিত কালো ছায়া রাস্তার মাঝখানে

'গুলি করো !'
'না, আমার দেশের মানুষ,
যেন নিজের ভাইয়ের বুকে না থাকে তোমার গুলির দাগ !'
সারিবদ্ধ বেয়নেট হঠাৎ মাথা নামিয়ে নিলো
তোমার মা ! তোমার স্ত্রী !
—শয়তানেরা নিপাত যাক ।
তুমি আর একবার ঠোঁট কামড়ালে । রক্ত ঝরে পড়লো
'গুলি করো !'—না, কখনো না, না ।
একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ,
'শত্রুরা পেছনে, ভাইসব সাবধান !'
তুমি শেষবারের মতো চিৎকার করে উঠলে,
তোমার চোখের সামনে ভেঙে পড়লো আকাশ

তোমার কানে ভেসে আসা চরকার সংগীত
যেমন করে নদীর ধারে তোমার গাঁয়ে
মায়েরা ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে
ছোট্ট সোনাদের দোল দেয়
এখন রাতে গ্রামের মানুষেরা ঘুমতে যায় না
তবু জানি,
হানদার মার্কিনী-দিয়েম মানুষের আকাঙ্খাকে
গুড়িয়ে দিতে পারবে না
রান্নাঘরের আগুনের পাশে চরকার সংগীত ।

অনুবাদ । পার্থ রাহা

বিজয়িনী

কুড়িটি বছরের কঠোর শ্রম
এমন কি সেই নির্মম দণ্ডাদেশ
মুছতে পারেনি তোমার অপরূপ ঠোঁটের হাসি।
তুমি সেখানে দাঁড়িয়েছিলে
আমার দেশের মানস প্রতিমার মতো সুন্দর,
সেই নামের মতো মহৎ
যা তোমার পিতা তোমাকে দিয়েছিলেন
শরতের এক বিক্ষুব্ধ দিনে,
যেদিন বাঁশের বর্শা হাতে
আমাদের দেশের মানুষ
আবার উঠে দাঁড়িয়েছিল
মানবতার অধিকার অর্জনের জন্যে।

কুড়িটি বছরের কঠোর শ্রম
মুছতে পারেনি তোমার অপরূপ ঠোঁটের হাসি।
চোখে তোমার ঘুরে বেড়াতো
নারকেলের সবুজ কুঞ্জ।
আর তোমার কাঁধের ওপর
নেমে আসা চুল
স্কুল শুরুর দিনে আদর করে
আঁচড়ে দিয়েছিলেন মা;
তেঁতুল গাছের নিচ দিয়ে যাবার সময়
তার মাথার ওপর ঝরে পড়তো
ছোট ছোট ফুলের কুঁড়ি।

জানোয়ারের মতো সেই বিচারকরা
আর নির্বাসনের ভয়
শঙ্কিত করতে পারেনি তোমাকে।
তুমিই তো ছিলে ভোঁ থি থাঙ্
তুমিই তো রাতের পর রাত
এই অগ্নিময় দেশে দাঁড়িয়ে শুনতে চাইতে
চাচা হোর কাহিনী।

আর তোমার কালি-মাখা হাত
পিতৃভূমির জন্যে বন্দুক ধরতে
উন্মুখ।
তুমি যেদিন যাত্রা করেছিলে
সেদিন ভাই ত্রয় তোমাকে দিয়েছিল
ইস্পাতের মতো শক্ত হৃদয়,
আর বোন সাউ
তোমার চুলে গুঁজে দিয়েছিল কাঁটা।

প্রতিটি সন্ধ্যায়
শহরের মানুষেরা তোমার নামের সাথে জড়িয়ে থাকা
দুঃসাহসিক কাজ নিয়ে কথা বলে,
বলে :
'তুমি দু দুবার ললাটে পরেছিলে জয় টিকা'
পৃথিবীর মতো বিশাল আমাদের রণক্ষেত্র
যেখানে তরুণরা অনুসরণ করে
তাদের অগ্রগামীদের।

পদ্মের মতো তোমার হাসি,
জল-কল্লোলের মতো তুমি সতেজ,

গমের দানার মতো তুমি উচ্ছল,
কি প্রাণবন্তই না সেই নদী পারাপার,
তুমি যখন শহরের মধ্যে নিয়ে যেতে গোলা-বারুদ
আর চিঠি।

সায়গনের মানুষেরা তোমাকে ভালোবাসে,
ভালোবাসে তো বা-বা জামার রঙ
ভালোবাসে তোমার কাঁধ-ছোঁয়া চুল
যা আদর করে আঁচড়ে দিয়েছিলেন তোমার মা।

সেই ঠগেরা তোমার বিচার করেছিল,
তোমার হাসির সামনে
তারা ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল,
তারা তোমার হাসিকে গুলি করতে পারে না,
পারে না জেলখানায় বন্দী করে রাখতে।

বোমায় ক্ষতবিক্ষত ফু লামের ঐ সড়কগুলো
তোমার আগমনকে স্বাগত জানাতে
আবার সবুজ হয়ে উঠবে।

তোমার বাবা তোমার নাম দিয়েছিলেন
বিজয়িনী,
এক সূর্যকরোজ্জ্বল দিনে জন্মানো বিশ্বাসকে চিহ্নিত করতে,
তেইশ বছর পরে
আজ যা জ্বলে উঠছে
লড়াইয়ের পরিখার ওপরে।

অনুবাদ। অভীক গাঙ্গুলী

বেন-হাই নদীর বিলাপ

এপার থেকে ওপার, সে তো শুধু শতেক গজ,
কে রেখেছে আড়াল ক'রে সেতু ?
দু-তীর জুড়ে ঝরে হৃদয় ! শয়তানকে ঘৃণা—
তত আমরা পরস্পরের ভালবাসার হেতু ।

আকাশভরা পাখির দ্রুত ঝাপট্,
ভিতরজলে মাছের খোলা সাঁতার ।
হঠাৎ কেন পথ গিয়েছে থেমে ?
আমরা তবু চলব ঠিক এ পথ সোজা হাঁটার ?

মধ্যে তো ঐ একটি নদী।   তাও কি এমন দূর!
কি ছিঁড়ে দেয় উত্তরে-দক্ষিণে?   দম্পতিরও বাঁধন রবে খোলা?
এক নদীতে স্নান আমাদের, হায়,
একদিকে জল কাকচক্ষু, অন্যধারে ঘোলা।

বুকে কেমন বাজে!
নির্ঝরও-বা শুকোয় যদি, পাহাড় যদি খসে,
হৃদয় তবুও স্থির,
ভালোবাসার দায় আমাদের, নিরবধির প্রেম!
শত্রু যদি হঠাৎ নদী দু'ভাগ করেও যায়
এক সাগরে ছুটবে ধারা মিলনমোহনায়।

অনুবাদ। শঙ্খ ঘোষ

বেন-হাই নদী উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যবর্তী অস্থায়ী সীমারেখা।

আমরা কি পথ বানাবো

হরিণটা ক্ষুরের ছাপ রেখে
পাহাড়ের উপত্যকায় ধানের চারা খেতে
যেন পিছলে নেমে আসে,
বাঘটা থাবার দাগ রেখে
শিশুদের মারার জন্যে গ্রামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।
মার্কিন-দিয়েম চক্রের আছে নিজস্ব রাস্তা
সে পথে তারা পাহাড়ে ওঠে
মালভূমির লোকেদের যন্ত্রণা দেয়।
ভাইসব, তোমাদের আমি প্রশ্ন করি
আমরা কি পথ বানাবো ?

আমাদের জঙলা-ছুরির বাঁকানো ফলা
মার্কিন-দিয়েম চক্রের উপহার নয়
এগুলো আমরাই তৈরী করেছি,
এগুলো শত্রুর দান নয়।
সারাদিন যে ঝুড়িগুলো মাথায় বয়ে বেড়িয়েছি
তা আমাদের প্রিয়ারাই বুনেছে ;
যদি আমরা রাস্তা তৈরী করি
আমাদের জঙ্‌লা ছুরিগুলো অকেজো হয়ে পড়বে
সেগুলো ভোঁতা হয়ে যাবে।

ভোঁতা ছুরি দিয়ে আমরা কি পারি
বন কেটে বসতি করতে ?
যদি আমরা রাস্তা বানাই
আমাদের ছুরিগুলো যাবে ভেঙে

শুধু কাঠের হাতলগুলোই থাকবে।
কি দিয়ে কাটবো তাহলে জ্বালানীর কাঠ ?

ধানক্ষেত ছাড়া আমরা অনাহারে থাকবো
জ্বালানী কাঠ ছাড়া আমরা অসুবিধেয় পড়বো
আমাদের বাচ্চা আর বৌরা ঠাণ্ডায় মারা যাবে
আমাদের ঝুড়িগুলো নষ্ট হবে
"জাতীয়" কার্তুজ বহন করে করে,
তাহলে কিসে করে বহন করবো
আমাদের বাপ মার জন্যে অন্ন ?
ভাইসব, তোমাদের আমি প্রশ্ন করি
আমরা কি পথ বানাবো ?

যদি আমরা বলি 'না, করবো না'—
তাহলে আমাদের গ্রেফতার করবে
থুঅঙে নেমে আসবে অত্যাচার
তাই, আমরা শত্রুদের বলি
থুঅঙ রাস্তা তৈরী করবে না,
যে রাস্তা হবে রক্তে কলঙ্কিত।
আমরা রক্তে কলঙ্কিত পথ বানাই না।
দিয়েম যদি প্রশ্ন করে, আমরা কোন রাস্তা বানাতে চাই ?
আমরা খুব জাব্দা একটা রাস্তা তৈরী করবো
যে পথ যানবাহনের জন্যে থাকবে খোলা
উত্তর থেকে দক্ষিণে
সে পথ জাতীয় ঐক্যের পথ
যে পথ কাকা হোর কাছে নিয়ে গেছে।

অনুবাদ। সুজিৎ ঘোষ

জুয়ান দিউ

ঘরে ফেরা

আমার অনেক দিনের আকূল আকাঙ্খার
গভীর এক গোলাপী দিনে আবার ফিরে যাবো
সারা ছুনিয়ার মানুষ আর
সারা সমাজের বিরাট পরিবারের
মাঝখানে
মানবতার বিরাট এক দেশ
সারা ছুনিয়ার বিরাট পরিবারে।

গভীর এক গোলাপী দিনে
ভোর
ছোট্ট কোনো শিশুর চোখের নীল
ছোট্ট কোনো মেয়ের ঠোঁটের গোলাপ রাঙা রঙে

সাবধানী পায়ে আবার ফিরে যাবো
মিলন রাতের স্নগন্ধের মতন
গভীর গোপন ভালোবাসার চোখে
আপনজনের আদর ভরা হাতে
যেমন করে ছোট্ট শিশুর মায়ের বুকে মুখ
অধীর আগ্রহে
তেমনি করে আবার ফিরে যাবো
কল্লোলিত জীবনের মাঝখানে।

জীবন, জীবন মাগো, ছুহাত খুলে দাঁড়িয়েছো তুমি
কোন অপরূপ স্নুরে

আমি ফুলের ভিতর শিশির হয়ে গুটিয়ে নিয়েছি
গাছে গাছে ঘাসে ঘাসে প্রশ্ন করেছি ঃ
আমার কথা তোমরা ভেবেছো কি ?
আমি তোমায় চেয়েছি, তাইতো ফিরেছি।
এখনো বেঁচে আছি, তাইতো আমি
বেঁচে থাকবো নিরবধি কাল ধরে
ভালোবেসেছি, তাইতো আরো
ডুবে যেতে চাই গভীর ভালোবাসায়।
আমার দুচোখ রাত্রিদিনের আলোছায়ায় মাখা
আমার দুকান শব্দে আকুল—আমার ঠোঁটে অনুভূতির স্বাদ
আজকে আমার মনের ভেতর আগামীকালের জীবন

শিশুর মুখে মায়ের বুক
একটি বোঁটায় মুখ আর একটি তার খেলার সাথী
আমি আবার ফিরে যাবো
রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ ভালোবাসি ভালোবাসি
ভীষণ ভালোবাসি।
আমি আবার ফিরে আসবো মেঘ আর ঢেউয়ের আমন্ত্রণে
আকাশ মুখর গানে
কে আছে এমন ঘুমের দেশে যেতে পারে
যদিও তার যাবার বাসনা ?

পথের ওপর ভোরের কাঠের জুতোর তালি তোলার মতন
গ্রীষ্ম দুপুর রোদে যখন পাখির কলরব
হাতুড়ীর শব্দ যখন সোনার রোদ নাচায়
মাড়িয়ে যাওয়া পায়ে, কাজের তাড়ায় হাতের ছোটাছুটি
প্রাসাদ গড়ার শব্দে দেখ

জানলা হবার সময় যেন কাঠের নতুন সুরের গান ।

ইঞ্জিন তার বাষ্পের নিঃশ্বাসে
ট্রেনের বাঁশির সমস্ত জোর উজাড় করে নিয়ে
আমি আবার ফিরে যাবো
শিশুর মতন উচ্ছল এক নতুন মানবতার সঙ্গীতে
ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম কঠিন এক সংগ্রামের পরে
ফুটে ওঠা ফুলের মতন হাসিতে উজ্জ্বল
ভিয়েতনামের মেয়েরা আজ বীজের ঝুড়ি আর লাঠির ভারে
অপরূপ সুন্দর
যেখানেই যাও সব মেয়েরাই বাক নিনের মেয়ে ।

মানুষ, আমার সমাজ এক জীবন্ত ভালোবাসা
প্রতিটি হাতেই সুখের ফুল ফুটছে
আগামীকালের মানুষ আনন্দে উজ্জ্বল

জীবনকে প্রার্থনা
সেই ভোরের দিনে আমায় আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসো ।

অনুবাদ । পার্থ রাহা

বাক নিনের মেয়েরা সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ।

লি আন উয়ান

ভিয়েতনামের দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা

ও লুটিয়ে পড়লো তান সন নুটের পীচ বাঁধানো পথের ধুলোয়
তবু প্রাণপণে সুসংগঠিত করলো সমস্ত শক্তি,
ও আবার উঠে দাঁড়ালো
রাইফেলটা চেপে ধরলো জল্লাদের বুকের ওপর,
তারপর মারা গেল, যখন প্রজ্বলিত বুক
ওর প্রবল রক্তধারা সঙ্গে মিশে ধাবিত হলো ওর বুলেটের প্রচণ্ড
উল্কাবৃষ্টি।

ওকে দেখে, আতঙ্কিত শত্রু ত্রস্ত গুটিয়ে নিলো
তাদের রক্ত কলঙ্কিত হাত।
এমন কি কেউ কেউ বিনীত পশুর মতো লুটিয়ে পড়লো
ওর পায়ের নিচে
ওর অগ্নিবৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাবে বলে,
কেননা ওর মৃত দুঃসাহসী আঙুল তখনো চেপে
ছিল ট্রিগার, সংকল্পে অটুট!

কি তোমার নাম
হৃদয়ের সবচেয়ে প্রিয়তম যোদ্ধা আমার,
পেতলের সুরক্ষিত দুর্গের মতো তখনো নিশ্চল ঋজু দাঁড়িয়ে,
তোমার সাধারণ রবারের স্যাণ্ডেলের নিচে
আক্রমণকারীর ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত মৃতদেহ?

না ছবি, না তোমার ঠিকানার একটা কণাও
কিছুই পাওয়া গেল না তোমার পকেটে,

কেবল তোমার দাঁড়ানোর একটি ভঙ্গিমা, যা একটি দেশের
পটভূমিতে খোদিত ভিয়েতনামের একান্ত আপন,
মুক্তি যোদ্ধার মতো আশ্চর্য তোমার এই দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা

তোমার নাম একটা জাতির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল
আহা, হৃদয়ের সবচেয়ে প্রিয়তম মুক্তি যোদ্ধা আমার
তোমার কাছ থেকে
তান সন নুটের এই পীচ বাঁধানো পথে দাঁড়িয়ে
  আমি পড়লাম
বসন্তে ছড়িয়ে পড়া স্নিগ্ধ গন্ধের মতো আমার স্বদেশ ভূমির
এই গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায়।

অনুবাদ। অসিত সরকার

ভু কিউ

ঝাঁপিয়ে পড়ো

আলো আমার স্বাধীনতার নামে
রক্ত আর অশ্রুর দামে
কমরেড
এসো আমরা এগিয়ে যাই
পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দিই সব বাধাই,
এসো আমরা তুচ্ছ করি গোলাগুলির বৃষ্টি
এসো প্রাচীর চূড়ায় চড়ি—যৌবনেরই সৃষ্টি।

আমার হৃদয়ের রক্তের দামে
তোমার বুকে-জ্বলা আগুনের নামে
এসো আমরা সাড়া দিই ভবিষ্যতের ডাকে
কাঁধে কাঁধ দিয়ে উঠে দাঁড়াই
এসো আমরা এগিয়ে যাই।

শক্ত করে হাত ধরো
শত্রুদের ঘিরে ফেলো বজ্র ফাঁদ গড়ো
বন্দুক আর বুলেটকেই তারা শুধু শক্তিভাবে
কারাগারকে অস্ত্র ভাবে
হিংসাকেই গর্ব ভাবে!

মরণ জয়ের হাসি হেসে
এসো নিঃসংকোচে ঝাঁপিয়ে পড়ি জীবন দিতে
ভালোবাসায় পরম স্নেহে
আমাদের এই পরম প্রিয় মাতৃভূমির মাটি
হৃদয়ের মাঝে গেঁথে রাখবে অনির্বাণ যে স্মৃতি।

অনুবাদ। তড়িৎ চৌধুরী

হো চি মিন

হো চি মিন, তোমার নামে গান বাঁধতে
আমাদের বানার, এড, সে দাঙ্, জারাই, চান রো
পাহাড়িয়াদের
কাগজ কালি কলম কিছুরই প্রয়োজন হয় না।
আমরা একসাথে দল বেঁধে জঙ্গলে যাই,
সাক লাঙ্ গাছ আমাদের হাতে
কালি আর কলম হয়ে ওঠে,
আর আমরা
যুগ যুগ ধরে
লিখি তোমার কথা
হো চি মিন তোমার গান,
তোমাকে নিয়েই আমাদের সব গান।

এক ব্যাপ্ত নদ তুমি, হো চি মিন
তুমি সূর্য
তুমি চন্দ্র।

হিম শীতে তোমার নাম যখন উচ্চারণ করি
তখন আমাদের বুকের ভেতর
প্রবাহিত হয় এক উষ্ণ ঢেউ,
রৌদ্র-দগ্ধ দিনে তোমার নাম যখন উচ্চারণ করি
তখন গোলাপী মেঘের ঝালরে সূর্য বাঁধা পড়ে,
স্নিগ্ধ শরতে তোমার নাম যখন উচ্চারণ করি
তখন আকাশ ঝলমল করে ওঠে

হারিয়ে যায় কুয়াশা,
বসন্তে তোমার নাম যখন উচ্চারণ করি
তখন ফুটে ওঠে ফুল।

চাম, রে, মঙ পাহাড়িয়া মানুষদের মনে
যখন তোমার নাম গুন গুন করে ওঠে
বলো, তখন তারা কি ভাষায় ব্যক্ত করবে
তাদের হৃদয়ের কথা,
তাদের তো কোনো ভাষা নেই ;
তারা শুধু তোমার নাম
তাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় জ্বালিয়ে রাখে
ভালবাসার সুরে।

অরণ্যের মর্মরিত বাতাসকে আমরা ডেকে নিই
ডেকে নিই দ্রাও, কো তিয়া আর নোঙ্ পাখিদের,
নাও-এর পাঁজরে ছলাৎ ছলাৎ করে ওঠে সেই জল
ডেকে নিই আমাদের গানের আসরে তাকেও,
কারণ
আমাদের গানের কোনো ভাষা নেই
পাহাড়িয়া গানের সঙ্গী কোনো সারেঙ্গী নেই।

আমাদের মাটিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে
অজস্র ছোট বড় গাছ
দীর্ঘ প্রবাহিত অসংখ্য নদী
দিগন্তে হারানো সাগর
তবু কোনো আকাশ-ছোঁয়া গিরিশিখর
কোনো নদী কোনো বৃক্ষ

তা সে যতো বিশালই হোক
হো চি মিন তোমার কাছে তা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র,
তোমার সাথে কোনো তুলনাই হয় না।

তুমি আমাদের অর্জিত বিশ্বাস
তুমি আমাদের প্রত্যয়,
আমাদের পাহাড়িয়া সহযোদ্ধাদের
তুমি শাণিত বৈভব।

অনুবাদ । বিজয় সরকার

অগ্নিকন্যা যখন ঘুমে

মধ্যাহ্নের সূর্য-স্নাত সবুজ বাগানে কন্যা
নিদ্রিত এখন,
নারিকেল বীথিকুঞ্জে ধ্বনি তোলে মর্মরিত
কোমল বাতাস, তার
প্যারাসুট কেঁপে কেঁপে ওঠে উজ্জ্বল আলোয়
প্রজাপতি ডানা মেলে দোলনার দোদুল দোলায়।

শত্রু-জাহাজ থেকে গোলার পশলা ঝরে সারা তীরময়,
শব্দে শব্দে দিগন্তের নিস্তব্ধতা ভাঙে,
বন্যপশুর মতো বিমান গর্জন, তবে
নিদ্রা তার নাড়া খায় কচিৎ-কখন।

নরম ঘুমের মধ্যে আমার বোনের মুখ
অপরূপ, স্বর্গীয় পরীর মতো
মধুময় যেন কোনো কুলছাপা সুরভী নদীটি
অথচ, ময়দানে দেখ পরম প্রেরণাময়ী, যেন
ফুঁসে-ওঠা জোয়ারের জল।

কে জানে, বিগত সন্ধ্যা
শহরের সরু অলিগলি
অগণিত বর্গীসেনা ঘেরা,
অবিশ্রান্ত বারুদের ঝাঁকে
দল-পরিচালনায় তার অপূর্ব সামর্থের
মিলেছে স্বাক্ষর।

এখন, স্বর্গীয় শান্ত ঘুমে মগ্ন,
    সূর্যকর দু'কপোলে তার
অলখের সুরভী ছড়ায়,
তুমি ওগো কন্যা, সারাটা প্রান্তর জুড়ে
    মিষ্টি সুরের তান তোলো,
তোমার গানের সুরে দু'নয়নে নামুক, নামুক
    স্বপ্নের গভীর আবেশ।

রাত্রে যেই, ঢুলে পড়বে ক্লান্ত চাঁদ,
পরীর মতো অপরূপ অগ্নিকন্যা তখন
        দ্রুত ফিরে যাবে রণাঙ্গনে।
মধ্যাহ্নের মৃদুমন্দ হাওয়ায় হাওয়ায়
        দোলনায় লাগে দোল,
ওষ্ঠে তার খেলা করে হাসির ছায়া।

এ কোন মধুর স্বপ্ন
        ওষ্ঠে তার বসন্ত ফোটায়?

অনুবাদ। প্রবীর মিত্র

থু বন

ভিয়েতনামের বাঁশের ছড়

তুমি যখন ঠায় বসে
বাঁশের ছড়গুলোতে ধার লাগাও
বোন আমার
তখন,
গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য
তোমার গাল দুটোকে রাঙিয়ে দেয়।

সব রকম ছড়ইতো তুমি বানাতে পারো, বোন আমার,
দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত অবধি সবখানেই
ফাঁদ পাতার, মাচান বাঁধার, ত্রিশূলের মতো ছড়।
জলের মধ্যে মাছকে বিদ্ধ করার মতো
কিম্বা বেয়াদপ জল্লাদদের রুখবার জন্যে
আর সাহার্যকারী সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করার জন্যে
সব রকম ছড়ই তুমি বানাতে জানো।

অনেক, অনেক দিন থেকে ওই ছড়গুলোকে আমি চিনি,
জানি ওদের নাম,
শব্দ স্ফূরিত হয় না ওদের মুখে
কেবল ঘৃণায় ভারী হয়ে থাকে ওদের বুক,
যখন শত্রুর ওপর ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রোশে
একসঙ্গে
কিম্বা একাই।

হে আমার প্রিয় বাঁশের বর্শার নিস্তব্ধ অরণ্য,

যদি কথা নাই ফুটলো তোমার মুখে
তবে সম্মিলিত ভাবে হাজারে হাজারে
তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাও
আমাদের ক্রুদ্ধ আক্রমণকে আরো
সংহত করার জন্যে।
সবুজ বাঁশের অরণ্য
এমনি ভাবেই আমাদের হাতের মুঠোয়
তীক্ষ্ণ অস্ত্র হয়ে ওঠে
যেমন তুমি, বোন আমার।
তোমার মতো শান্ত মেয়েও
একদিন চূড়ান্ত লড়াই শিখে যায়।
ইয়াংকির বিরুদ্ধে এই বাঁশের ছড়
যখন লড়াই করে
তখন কতোই না সুন্দর হয়ে ওঠে।

একদিন আমাদের দেশের সবুজ মাটির বুকে
আমাদের বাপ-দাদারা
সারিবদ্ধভাবে রোপণ করেছিলেন এই বাঁশের চারা
আর আজ তা, বোন আমার
তুমি এদের
চেঁচে ছুঁলে তীক্ষ্ণ করে নাও।
তুমি তো জানো
এরই মধ্যে রয়েছে মনুষত্ব আর প্রেম,
ধবধবে সাদা ভাত আর আকণ্ঠ তৃষ্ণার জল,
আর নববধূর জন্যে একরাশ সুখ স্বপ্ন।
এর ফলার দীপ্তি যেন সূর্যের হৃদয় নিয়ে
আমদের সৈনিকদের বুকগুলোকে উষ্ণ রাখছে।

হে আমার রক্ত গোলাপ
প্রতিটি সকালে
তুমি এদের জন্যেই ফুটে ওঠো,
যারা দুর্মর বাতাস আর দুঃসহ ঝড়ের কেন্দ্রে
নগ্নদেহে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।
হে আমার রক্ত গোলাপ
তুমি ভুলে যেও না
কী এক আশ্চর্য সজীবতায়
এদের হৃদয় ভরপুর হয়ে আছে।

হে ভিয়েতনামের বাঁশের অরণ্য
হে শত্রুর চূড়ান্ত প্রতিরোধ
সম্মুখ সমরে সারিবদ্ধভাবে তোমরা এগিয়ে যাও
এক দুরন্ত বিশ্বাসে
হানাদারদের বুকে পা রেখে বিজেতার গৌরবে
আবার ফিরে আসবে বলে!
ভিয়েতনামের বাঁশের অরণ্য, তোমার মৃত্যু নেই
কারণ হাজারে হাজারে এই বাঁশের ছড়
আবার মাথা তুলবে
তোমার সবুজ পাতার নিবিড়ে।

হে ভিয়েতনামের বাঁশের ছড়
হে ইংয়াকির মুখোমুখি প্রতিরোধ,
একদিন আমাদের বাপ-দাদারা
এই সবুজ মাটির বুকে
তোমাদের সারিবদ্ধভাবে রোপণ করেছিলেন
আজ তোমরা যেন আমাদের সেনাবাহিনী
এখনি ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর ওপর।

অনুবাদ। ধূর্জটি চট্টোপাধ্যায়

বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এক-বছর ধরে যে ভিয়েতনামের কবিতা অনূদিত হয়নি তা নয়, যা হয়েছে তা যথেষ্ট নয় বরং বিক্ষিপ্ত। এ থেকে ভিয়েতনামের কবি মানসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়, বরং ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। আমরা বহুদিন থেকেই অনুভব করছিলাম আগষ্ট বিপ্লবের পর থেকে ভিয়েতনামের সাহিত্যে যে নতুন জোয়ার—নতুন চেতনার উন্মেষ হয়েছে এবং যা চিরায়ত কাব্য আন্দোলনকে ভেঙেচুরে ইস্পাতদৃঢ়ভাবে করেছে সেই সংগ্রামী ইস্পাত-দৃঢ় কাবতার হৃদয়কে বাংলা ভাষাভাষি কবিতা পাঠকদের হাতে তুলে দিই। চেষ্টা করেছি নাতিদীর্ঘ এই গ্রন্থের অবয়বের মধ্যে উভয় ভিয়েতনামের সেই দীর্ঘ বিপ্লবী কাব্য চেতনাকে সুসংহত ভাবে ধরে রাখতে। যদি সার্থক হয়ে থাকে তবে আমরা আনন্দিত।